বণিক বার্তা

মানুষ ও প্রতিষ্ঠান গড়ার সফল কারিগর

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ| ২১:৪৩:০০ মিনিট, মে ২৪, ২০১৮

১৯৭০ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করি, সে সময় ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকীর সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। তিনি তখন ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) সফল শিক্ষক। পরবর্তীতে আইবিএর পরিচালক হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। কাজের সুবাদে ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের কারণে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা, সেমিনারসহ নানা অনুষ্ঠানে দেখা হতে থাকে নিয়মিত বিরতিতে। আমি যখন পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে কাজ শুরু করি, তখন তিনি বিভিন্ন সেমিনার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের পরামর্শদাতা হিসেবে আসতেন এবং কথা বলতেন। মূলত কাজের সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদ থেকে অবসর নেয়ার আগেই হাফিজ জি এ সিদ্দিকী আমাকে বললেন, আপনি যদি পড়াতে চান তাহলে আমাদের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কথা বিবেচনায় নিতে পারেন। হাফিজ জি এ সিদ্দিকী তখন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য। গভর্নর পদ থেকে অবসর নেয়ার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন বলেছিলেন, আপনি সানন্দে যেকোনো সময় এখানে

পড়ানো শুরু করতে পারেন। ২০০৯ সালে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা শুরু করি। এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১০ সালে তিনি আমাকে পূর্ণকালীন শিক্ষকতার জন্য বললেন এবং আমি রাজি হয়ে যাই। এরপর পুরোপুরি অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। আজকের অধ্যাপক সালেহউদ্দিনের জন্ম তাঁর হাত ধরেই।

২০১৪ সালে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা শুরু করি। তিনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে অবসর নেন এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ইমেরিটাস প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন। এজন্য তিনি কোনো সম্মানী নিতেন না। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আমরা পাশাপাশি কক্ষেই বসতাম। তখনো আমরা নানা বিষয়ে নিয়মিত আলাপ করতাম। হাফিজ জি এ সিদ্দিকীর বিশেষ গুণ ছিল, তিনি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত অমায়িক এবং সজ্জন; মিশুকও বটে। তাঁর ব্যবহার ছিল অতুলনীয়। একাধারে ভীষণ জ্ঞানী মানুষও ছিলেন, তাঁর প্রজ্ঞার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে মৃদু ভাষায় কথা বলা, প্রচ্ছন্ন আচরণের বিষয়গুলো ছিল সর্বজনস্বীকৃত।

শিক্ষক হিসেবে ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী ছিলেন সবার আদর্শ ও শিক্ষার্থীদের প্রিয়। সাধারণত ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক অনেক গম্ভীর হয়ে থাকে। আইবিএর পরিচালক থাকাকালীন শিক্ষার্থীদের তিনি সন্তানতুল্য মনে করে তাদের সঙ্গে সহজ-সাবলীল আচরণ করতেন। পরবর্তী সময়ে নর্থ সাউথ ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের সঙ্গেও তিনি অনুরূপ ব্যবহার করেছেন। বয়সে বড় কিংবা ছোট হলেও সবার সঙ্গে তিনি একইভাবে সম্মান জানিয়ে কথা বলতেন। তাঁর মধ্যে পদমর্যাদা বা অবস্থান নিয়ে কোনো অহমিকা ছিল না। আমি লক্ষ করেছি, আইবিএতে যারা তাঁর ছাত্র ছিলেন, পরবর্তীতে তারা অনেক উন্নতি করেছেন। পেশাজীবনেও তারা সফল হয়েছেন, তাঁর ছাত্ররাই পরবর্তীতে আইবিএর পরিচালক হয়েছেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। সব মিলিয়ে হাফিজ জি এ সিদ্দিকী একজন সফল শিক্ষক। একজন আদর্শ শিক্ষকের সব গুণই ছিল তাঁর মধ্যে। শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল নানামুখী। পাশাপাশি ভালো শিক্ষক গড়ে তোলার পেছনেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি দীর্ঘদিন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই বিশ্ববিদ্যালয়টি লাভ করে গতি। বেসরকারি হয়েও দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতারে শামিল হয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। আজ বিশ্ববিদ্যালয়টির যে অবস্থান, তাঁর পেছনে রয়েছে হাফিজ জি এ সিদ্দিকীর একক কৃতিত্ব। তাঁর পূর্বসূরিদেরও অবদান রয়েছে, তবে তিনি এক্ষেত্রে অনন্য। হাফিজ জি এ সিদ্দিকী তাঁর নেতৃত্বজ্ঞান দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে অনেক উপরে তুলে দিয়েছেন। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের শিক্ষা, শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়, শিক্ষকদের সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন তিনি। কিছুদিন আগে উচ্চশিক্ষার

ওপর একটি বই লেখেন। আরো লেখার পরিকল্পনাও করেছিলেন। শিক্ষার বর্তমান মান নিয়ে তাঁর মধ্যে অসন্তোষ ছিল। প্রায়ই আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হতো।

একজন শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও দিকনির্দেশক হিসেবে হাফিজ জি এ সিদ্দিকীর অবদান অতুলনীয়। তাঁর সঙ্গে যারা মিশেছেন, সংস্পর্শে এসেছেন, তারা কোনো দিনই তা ভুলবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সহকর্মীরা তাঁকে স্যার বলে সম্বোধন করতেন। আমাদের বয়সীরাও তাঁকে স্যার বলে সম্বোধন করেন। শিক্ষা ছাড়াও দেশের অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অপরিমেয় অবদান রয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনে তিনি যেমন সফল, তেমনি ব্যক্তিজীবনেও সফল ছিলেন। তাঁর সহধর্মিনী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর দুটি সন্তানই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। সন্তানদের নিয়ে গর্ব করে তিনি বলতেন, আমার সন্তান দুটি সোনার টুকরো। তিনি একজন আদর্শবান সন্তানের পিতাও। বিলাস জীবনযাপনের ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। বাংলাদেশের শিক্ষা, গবেষণার ক্ষেত্রগুলোয় তাঁর অবদান কখনো বিস্মৃত হবে না। আমরা যারা সহকর্মী হিসেবে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি, তাঁকে আমরা কখনই ভুলতে পারব না।

এ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের নিয়ে তিনি ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। আমার সঙ্গে প্রায়ই আলাপ হতো। মাসখানেক আগে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় তিনি বলছিলেন, ক্রমে ভালো মানুষের সংখ্যা কমে আসছে। তিনি মাঝে মধ্যেই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে এসে আমাদের সময় দিতেন। তিনি বলতেন, এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমি খানিকটা কোয়ালিটি টাইম কাটাতে পারি। তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষকদের নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি আশা করেছিলেন পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে। আরো একটি বড় বিষয় ছিল, তিনি ছিলেন কোরআনে হাফেজ। তাঁর নামে ‘হাফিজ’ যুক্ত হওয়ার পেছনে এটিও একটি কারণ। এটি তিনি কখনো বলে বেড়াতেন না এবং তাঁর মধ্যে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। এটাও তাঁর একটি বিশেষ গুণ। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে শোকগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।